

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

প্রতিষ্ঠাতা : তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

প্রবাস ও
দেশের বন্ধন
দিনরাত কম

ডিসেম্বর ১০, ২০০৪, শুক্রবার : অগ্রহায়ণ ২৬, ১৪১১

আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ১২:০০

প্রথম পাতা
শেষ পাতা
অন্যান্য খবর
সম্পাদকীয়
চিঠিপত্র
বিশ্ব সংবাদ
রাজধানীর আশেপাশে
খেলার খবর
আইটি কর্ণার
শেয়ার বাজার
রাশিফল
ঢাকা
চট্টগ্রাম
রাজশাহী
খুলনা
সিলেট
বরিশাল
সাহিত্য সাময়িকী
কচি-কাঁচার আসর
ধর্মচিন্তা
কড়চা
কড়চা
স্বাস্থ্য পরিচর্যা
তথ্যপ্রযুক্তি
তরুণকণ্ঠ
অর্থনীতি
ক্যাম্পাস
আনন্দ বিনোদন

ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রাঃ)

ইসলামের জন্য আত্ম উৎসর্গকৃত প্রথম শহীদ ছিলেন একজন মহান মহিলা সাহাবী। নাম তাঁর হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) বিনতে খাবাত। তিনি ছিলেন খাবাতের কন্যা এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) এর মাতা। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে মক্কা থেকে ইসলামের আহ্বান আসে। তখন সুমাইয়াহ (রাঃ) ইয়াসার (রাঃ) এবং আম্মার (রাঃ) একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ৭ম।

হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) পিতৃ পুরুষের মধ্য থেকে শুধুমাত্র তাঁর পিতা 'খাবাতের নাম জানা যায়। তাঁর দেশ এবং বংশ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে, এতটুকু জানা যায় যে, জাহেলী যুগে তিনি মক্কার এক সরদার আবু জোইফাহ বিন মুগীরা'র দাসী ছিলেন। এটা নবুয়তপ্রাপ্তির প্রায় ৪৫ বছর আগের কথা। সেই যুগে ইয়েমেনের কাহতানী বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি ইয়াসির বিন আমর নিখোঁজ ভাইয়ের সন্ধানে মক্কা এসে উপস্থিত হয় এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে আবু হুজাইফাহ বিন মুগীরার মিত্র হয়ে যায়। আবু হুজাইফাহ হযরত সুমাইয়াহ'র (রাঃ) বিয়ে দেন ইয়াসির বিন আমরের সঙ্গে। তাঁর ঔরসেই হযরত সুমাইয়াহ'র (রাঃ) উভয়েই দুইপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম হল আব্দুল্লাহ (রাঃ) এবং আম্মার (রাঃ)।

হযরত সুমাইয়াহ'র (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে মক্কা থেকে ইসলামের আহ্বান আসে। তখন হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) হযরত ইয়াসার (রাঃ) এবং আম্মার (রাঃ) একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় আবু হুজাইফাহ বিন মুগীরা পরলোকগত হয়েছেন। হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রের গেলামীতে ছিলেন। হকপন্থীদের জন্য সময়টা ছিল খুবই নাজুক। তখন মক্কার যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতেন তিনিই কোরেশ মুশরিকদের ক্রোধও লোমহর্ষক জুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়ে যেতেন। তারা নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাদের আত্মীয়-স্বজনাদেরও রেহাই দিতেন না।

হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) কে তখনো বনু মখজুমের লোকেরা স্বাধীন করে দেয়নি এবং হযরত ইয়াসার (রাঃ) বিদেশী ছিলেন তাই তাঁদের উপর জুলুম-নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়ে দিলেও বাঁধা দেবার কেউ ছিল না। তারা এই অসহায় পরিবারের উপর-অবর্ণনীয় নির্যাতন চালালো। হযরত ইয়াসার (রাঃ) এবং হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) উভয়েই ছিলেন বৃদ্ধ। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ইমानी শক্তিতে বলীয়ান। মুশরিক হবার জন্য নানাভাবে তাঁদের নির্যাতন করা হলেও তাঁরা হক পথ থেকে বিচ্যুত হননি। এই অবস্থা তাঁদের পুত্রদেরও ছিল। লোহার যিরাহ বা বর্ম পরিয়ে মক্কার উত্তম প্রজন্মিত বালির উপর শুইয়ে দেয়া, তাঁদের পিঠে আগুন দিয়ে দাগ দেয়া এবং পানিতে ডুবিয়ে দেয়া কাফির মুশরিকদের নিত্যদিনকার মশকরা ছিল।

একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মখজুমের মহল্লা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন, কোরেশ কাফির-মুশরিকগণ

Ads by

Bangl Paper
Find v
lookin
Sell it.
eBay.
www.eb

Cheap Bangl
Only 3
Dial n
898 0
www.ca

Fab B Chat
Meet I
Online
Asian:
Free M
www.As

Send Bangl
Dedic:
Delive
From
Divsio
www.jo

মহিলা অঙ্গন

Powered by eNewspaper

হযরত সুমাইয়াহকে (রাঃ) লোহার যিরাহ পরিধান করিয়ে রৌদ্রে মাটিতে শুইয়ে পাশে দাঁড়িয়ে অউহাসিতে কেটে পড়ে তাঁকে সম্বোধন করে বলছেঃ “মুহম্মদের দ্বীন কবুল করার স্বাদ কি তা বুঝেন।”

মজলুম মহিলা সাহাবী হযরত সুমাইয়াহ্‌র (রাঃ) অসহায়ত্ব দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গন্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো এবং তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ ধৈর্য ধর। তোমার ঠিকানা জান্নাত।”

অন্য এক রেওয়াতে আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হযরত ইয়ামার (রাঃ), হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) এবং তদীয় পুত্রদেরকে নির্যাতিত হতে দেখে ব্যথিত হয়ে বললেনঃ ধৈর্য ধারণ করা ইলাহী আমার! ইয়াসির (রাঃ) পরিবারকে ক্ষমা করে দাও এবং তুমি তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছই। বৃদ্ধ ইয়াসির (রাঃ) এই নির্যাতন সহিতে সহিতে একদিন পরপরে যাত্রা করলেন। কিন্তু নির্যাতন বন্ধ হল না। হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) এবং তাঁর পুত্রদের উপর নির্যাতন অব্যাহত থাকলো।

একদিন হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) দিনভর নির্যাতন সহ্য করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরেছেন আর এমনি আবু জেহেল তাঁকে গালি দেয়া শুরু করলো এবং ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে সুমাইয়াহ্‌র (রাঃ) প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করলো। তিনি তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং শাহাদতপ্রাপ্ত হন। এক রেওয়াতে আছে, আবু জেহেল তীর মেরে হযরত সুমাইয়াহ্‌র (রাঃ) পুত্র আব্দুল্লাহকেও (রাঃ) শহীদ করে ফেলে। এখন শুধু আম্মার (রাঃ) জীবিত ছিলেন। তিনি মায়ের অসহায় মৃত্যুতে খুবই দুঃখিত হলেন। ক্রন্দন করতে করতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করে আরজ করলেন “ইয়া রাসুলুল্লাহ! জুলুমতা এখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।” হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়ে বললেনঃ “হে আল্লাহ! ইয়াসির পরিবারকে দোজখ থেকে রেহাই দাও।”

হযরত সুমাইয়ার (রাঃ) শাহাদতের ঘটনা হিজরতের কয়েক বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। এজন্য সকল ঐতিহাসিক এবং চরিতকার তাঁকে ইসলামের প্রথম শহীদ হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

হযরত আম্মার (রাঃ) মজলুম অবস্থায় তাঁর মায়ের হত্যার কথা ভুলতে পারেননি। বছরের যুদ্ধে (দ্বিতীয় হিজরীর রমজানে) আবু জেহেল নিহত হলে হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আম্মার (রাঃ) কে ডেকে বললেনঃ “কাদ ফাতাল্লাহু কাতিলা উম্মিকা” অর্থাৎ আল্লাহ তোমার মায়ের হত্যাকারীর প্রতিশোধ নিয়েছেন। (ইসাবা, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১/৪)।

ম নূরুজ্জামান মানিক

আগের
সংবাদপরের
সংবাদ

প্রিন্ট



ই-মেইল



হেল্প



টিপস্



বাংলা দেখা না গেলে বা ফন্ট সম্পর্কিত সমস্যার জন্য এখানে ক্লিক করুন

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ঃ মইনুল হোসেন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ রাহাত খান। ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড-এর পক্ষে আনোয়ার হোসেন কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ পিএবিএক্স-৭১২২৬৬০। ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭১২২৬৫১-৫৩।